ক্ষমতা

সাধারণ ব্যবহারে, ‘ক্ষমতা’ শব্দের অর্থ শক্তি বা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। সমাজতাত্ত্বিকরা একে একটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর তাদের ইচ্ছা পূরণ এবং তাদের সিদ্ধান্ত ও ধারণা বাস্তবায়নের সক্ষমতা হিসাবে বর্ণনা করেন। এটি অন্যদের আচরণকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে। ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, ক্ষমতা সামাজিক সম্পর্কের একটি দিক। এটি অন্য ব্যক্তির আচরণের উপর নিজের ইচ্ছা আরোপ করার সম্ভাবনাকে নির্দেশ করে। ক্ষমতা সামাজিক আন্তঃক্রিয়ায় উপস্থিত থাকে এবং অসমতার পরিস্থিতি তৈরি করে কারণ যার কাছে ক্ষমতা থাকে সে এটি অন্যদের উপর আরোপ করে। ক্ষমতার প্রভাব পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়। একদিকে, এটি ক্ষমতাবান ব্যক্তির ক্ষমতা প্রয়োগের সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। অন্যদিকে, এটি অন্যদের দ্বারা কতটা প্রতিরোধ বা বিরোধিতা করা হয় তার উপর নির্ভর করে। ওয়েবার বলেন যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এটি শুধুমাত্র যুদ্ধক্ষেত্র বা রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি বাজারে, বক্তৃতার মঞ্চে, সামাজিক সমাবেশে, খেলাধুলায়, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এবং এমনকি দানধ্যানের মধ্যেও দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, ভিক্ষুককে ভিক্ষা বা 'দান' দেওয়া আপনার উচ্চতর অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের একটি সূক্ষ্ম উপায়। আপনি ভিক্ষুকের মুখে আনন্দের হাসি আনতে পারেন বা ভিক্ষা দিয়ে বা না দিয়ে হতাশার অনুভূতি তৈরি করতে পারেন।

ক্ষমতার উত্সগুলি কী? ওয়েবার দুটি বিপরীত উত্স আলোচনা করেন। সেগুলি হল:

ক) একটি আনুষ্ঠানিকভাবে মুক্ত বাজারে বিকশিত আগ্রহের সমষ্টি থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা। উদাহরণস্বরূপ, একটি চিনি উৎপাদনকারী গোষ্ঠী তাদের উৎপাদনের সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের লাভ সর্বাধিক করতে পারে।

খ) একটি প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা যা আদেশ করার অধিকার এবং মান্য করার দায়িত্ব বরাদ্দ করে। উদাহরণস্বরূপ, সেনাবাহিনীতে, একজন জওয়ান তার কর্মকর্তার আদেশ মানতে বাধ্য। কর্মকর্তা একটি প্রতিষ্ঠিত কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থার মাধ্যমে তার ক্ষমতা অর্জন করেন।

শেষ পয়েন্টে যেমন দেখা গেছে, ক্ষমতা নিয়ে কোনো আলোচনা আমাদের তার বৈধতা সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য করে। ওয়েবারের মতে এটি বৈধতা যা কর্তৃপক্ষের মূল বিষয় গঠন করে। এখন আমরা কর্তৃপক্ষের ধারণাটি পরীক্ষা করে দেখি।

কর্তৃত্ব

জার্মান শব্দ "Herrschaft," যা ওয়েবার ব্যবহার করেছেন, বিভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। কিছু সমাজবিজ্ঞানী একে ‘কর্তৃত্ব’ বলে অভিহিত করেন, অন্যরা ‘প্রভুত্ব’ বা ‘আদেশ’ বলে। Herrschaft এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে একটি ‘Herr’ বা প্রভু অন্যদের প্রভুত্ব বা আদেশ করে। রেমন্ড অ্যারন (১৯৬৭: ১৮৭) Herrschaft কে প্রভুর ক্ষমতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন যা তার অধীনস্থদের আনুগত্য পেতে সক্ষম। এই অধ্যায়ে, ওয়েবারের Herrschaft ধারণাটি "কর্তৃত্ব" শব্দ দ্বারা বোঝানো হবে।

একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, অর্থাৎ ক্ষমতা এবং কর্তৃত্বের মধ্যে পার্থক্য কী? আপনি যেমন দেখেছেন, ক্ষমতা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা বা সামর্থ্য নির্দেশ করে। কর্তৃত্ব মানে বৈধকৃত ক্ষমতা। এর অর্থ প্রভুর আদেশ করার অধিকার রয়েছে এবং তার আনুগত্য পাওয়ার প্রত্যাশা করতে পারে।

এখন আমরা কর্তৃত্বের উপাদানগুলো দেখব।

কর্তৃত্বের উপাদানসমূহ

কর্তৃত্বের একটি ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকার জন্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো উপস্থিত থাকতে হবে:

i) একজন ব্যক্তিগত শাসক/প্রভু বা শাসকদের একটি দল।

ii) শাসিত ব্যক্তি/গোষ্ঠী।

iii) শাসকের ইচ্ছা যা শাসিতদের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে যা আদেশের মাধ্যমে প্রকাশিত হতে পারে।

iv) শাসকদের প্রভাবের প্রমাণ যেমন শাসিতদের আনুগত্য বা আজ্ঞাপালন।

v) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রমাণ যা দেখায় যে শাসিতরা প্রভুর আদেশ মানার বিষয়টি অভ্যন্তরীণ করে নিয়েছে এবং গ্রহণ করেছে।

আমরা দেখতে পাই যে কর্তৃত্ব শাসক এবং শাসিতদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করে। শাসকরা বিশ্বাস করে যে তারা তাদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার বৈধ অধিকার রয়েছে। অন্যদিকে, শাসিতরা এই ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে আচরণ করে, যা এর বৈধতাকে শক্তিশালী করে। এখন আমরা ওয়েবার দ্বারা নির্ধারিত কর্তৃত্বের ধরণগুলো পরীক্ষা করব। ওয়েবারের মতে, বৈধতার তিনটি ব্যবস্থা রয়েছে, প্রতিটি নিজস্ব নিয়মাবলী সহ যা আদেশ করার ক্ষমতাকে সমর্থন করে। এই বৈধতার ব্যবস্থাগুলো নিম্নলিখিত কর্তৃত্বের ধরণ হিসাবে মনোনীত:

(i) প্রথাগত কর্তৃত্ব

(ii) ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব

(iii) যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্ব।

প্রথাগত কর্তৃত্ব

এই বৈধতার ব্যবস্থা প্রথাগত কার্যক্রম থেকে উদ্ভূত। অন্য কথায়, এটি প্রথাগত আইন এবং প্রাচীন প্রথার পবিত্রতার উপর ভিত্তি করে। এটি বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে যে একটি নির্দিষ্ট কর্তৃত্বকে সম্মান করা উচিত কারণ এটি অতীত থেকে বিদ্যমান।

প্রথাগত কর্তৃত্বে, শাসকরা তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অবস্থার কারণে ব্যক্তিগত কর্তৃত্ব উপভোগ করেন। তাদের আদেশ প্রথার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এবং তারা শাসিতদের কাছ থেকে আনুগত্য আদায়ের অধিকারও রাখে। প্রায়শই তারা তাদের ক্ষমতা অপব্যবহার করে। যারা তাদের আদেশ মান্য করে তারা সর্বোত্তম অর্থে 'প্রজাদের' মতো। তারা তাদের প্রভুর প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য বা তার সময়-সম্মানিত অবস্থার প্রতি পবিত্র শ্রদ্ধা থেকে আনুগত্য প্রদর্শন করে। আমাদের নিজস্ব সমাজ থেকে একটি উদাহরণ নি

ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব

ক্যারিশমা মানে হল কিছু ব্যক্তির অসাধারণ গুণাবলী যা তাদের সাধারণ মানুষের চোখে আকর্ষণ এবং ভক্তি জাগিয়ে তোলে। ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব একটি ব্যক্তির প্রতি এবং তার প্রচারিত জীবনযাত্রার প্রতি অসাধারণ ভক্তির উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের কর্তৃত্বের বৈধতা সেই ব্যক্তির অতিপ্রাকৃত বা জাদুকরী ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। ক্যারিশম্যাটিক নেতা তার/তার ক্ষমতা অলৌকিক ঘটনা, সামরিক এবং অন্যান্য বিজয় বা শিষ্যদের নাটকীয় সমৃদ্ধির মাধ্যমে প্রমাণ করেন। যতক্ষণ ক্যারিশম্যাটিক নেতারা তাদের শিষ্যদের চোখে তাদের অলৌকিক ক্ষমতা প্রমাণ করতে থাকেন, ততক্ষণ তাদের কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। আপনি হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব যাকে প্রভাবিত করে তা হল আবেগপ্রবণ কার্যকলাপ। শিষ্যরা ক্যারিশম্যাটিক নেতাদের শিক্ষার ফলে অত্যন্ত আবেগপ্রবণ অবস্থায় থাকে। তারা তাদের নায়ককে পূজা করে।

ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব প্রথাগত বিশ্বাস বা লিখিত নিয়মের উপর নির্ভরশীল নয়। এটি সম্পূর্ণরূপে নেতার ব্যক্তিগত গুণাবলীর ফলাফল, যিনি তার ব্যক্তিগত ক্ষমতায় শাসন করেন। ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব সংগঠিত নয়; তাই কোনো বেতনভুক্ত কর্মী বা প্রশাসনিক সেট-আপ নেই। নেতা এবং তার সহকারী নিয়মিত পেশায় নেই এবং প্রায়ই তাদের পারিবারিক দায়িত্ব অস্বীকার করেন। এই বৈশিষ্ট্যগুলো কখনও কখনও ক্যারিশম্যাটিক নেতাদের বিপ্লবী করে তোলে, কারণ তারা সমস্ত প্রচলিত সামাজিক বাধ্যবাধকতা এবং নিয়ম অস্বীকার করেছেন।

যেহেতু এটি একটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত গুণাবলীর উপর ভিত্তি করে, নেতার মৃত্যু বা অন্তর্ধানের সাথে উত্তরাধিকারীর সমস্যা দেখা দেয়। যে ব্যক্তি নেতার স্থলাভিষিক্ত হন তার কাছে ক্যারিশম্যাটিক ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। নেতার মূল বার্তাটি প্রেরণ করার জন্য, একটি ধরনের সংগঠন বিকশিত হয়। মূল ক্যারিশমা হয় প্রথাগত কর্তৃত্বে বা যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়। ওয়েবার একে ক্যারিশমার রুটিনাইজেশন বলে অভিহিত করেন।

যদি ক্যারিশম্যাটিক ব্যক্তিত্বকে একটি পুত্র/কন্যা বা কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয় দ্বারা অনুসরণ করা হয়, তবে প্রথাগত কর্তৃত্বের ফল হয়। অন্যদিকে, যদি ক্যারিশম্যাটিক গুণাবলী চিহ্নিত এবং লিখিত হয়, তবে এটি যৌক্তিক আইনি কর্তৃত্বে পরিবর্তিত হয়, যেখানে এই গুণাবলী অর্জনকারী যে কেউ নেতা হতে পারে। ক্যারিশম্যাটিক কর্তৃত্ব তাই অস্থির এবং অস্থায়ী হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে।

আমরা ইতিহাস জুড়ে ক্যারিশম্যাটিক নেতাদের উদাহরণ খুঁজে পাই। সাধু, নবী এবং কিছু রাজনৈতিক নেতা এমন কর্তৃত্বের উদাহরণ। কবির, নানক, যীশু, মোহাম্মদ, লেনিন এবং মহাত্মা গান্ধী, নাম উল্লেখযোগ্য কয়েকজন ক্যারিশম্যাটিক নেতা ছিলেন। তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলী এবং তাদের প্রচারিত বার্তার জন্য মানুষ তাদের শ্রদ্ধা করত, কারণ তারা প্রথাগত বা যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্বের প্রতিনিধিত্ব করত না। এখন আমরা ওয়েবার দ্বারা চিহ্নিত তৃতীয় ধরনের কর্তৃত্বের বর্ণনা দেব।

যুক্তিনিষ্ঠ-আইনসিদ্ধ কর্তৃত্ব

এই শব্দটি একটি কর্তৃত্বের ব্যবস্থা নির্দেশ করে, যা উভয়ই, যৌক্তিক এবং আইনি। এটি একটি নিয়মিত প্রশাসনিক কর্মীদের মধ্যে ন্যস্ত করা হয় যারা নির্দিষ্ট লিখিত নিয়ম এবং আইন অনুযায়ী কাজ করে। যারা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে তাদের অর্জিত যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হয়, যা নির্ধারিত এবং সঙ্কলিত। কর্তৃপক্ষের মধ্যে যারা থাকেন তারা এটিকে একটি পেশা হিসাবে বিবেচনা করেন এবং একটি বেতন পান। সুতরাং, এটি একটি যৌক্তিক ব্যবস্থা।

এটি আইনি কারণ এটি দেশের আইন অনুযায়ী যা মানুষ স্বীকার করে এবং মান্য করতে বাধ্য বোধ করে। মানুষ উভয়েরই আইনগততা স্বীকার করে এবং সম্মান করে, অধ্যাদেশ এবং নিয়মের পাশাপাশি যারা নিয়ম বাস্তবায়ন করেন তাদের অবস্থান বা শিরোনাম।

যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্ব আধুনিক সমাজের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এটি যুক্তিযুক্তকরণের প্রক্রিয়ার প্রতিফলন। মনে রাখবেন যে ওয়েবার যুক্তিযুক্তকরণকে পশ্চিমা সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিবেচনা করেন। এটি, ওয়েবারের মতে, মানব চিন্তা এবং বিবেচনার একটি নির্দিষ্ট ফলাফল। এখন আপনি লক্ষ্য অর্জনের জন্য যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্ব এবং যৌক্তিক পদক্ষেপের মধ্যে সংযোগটি স্পষ্টভাবে ধরেছেন।

আসুন যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্বের উদাহরণগুলি দেখি। আমরা ট্যাক্স সংগ্রাহককে মান্য করি কারণ আমরা তার প্রয়োগ করা অধ্যাদেশের আইনগততায় বিশ্বাস করি। আমরা এটাও বিশ্বাস করি যে আমাদের কর নোটিশ পাঠানোর জন্য তার আইনগত অধিকার রয়েছে। যখন ট্রাফিক পুলিশ আমাদের গাড়ি থামানোর আদেশ দেয়, তখন আমরা তার আইনগত অধিকারকে সম্মান করি। আধুনিক সমাজগুলো ব্যক্তিদের দ্বারা নয়, আইন এবং অধ্যাদেশ দ্বারা পরিচালিত হয়। আমরা পুলিশকে তার অবস্থান এবং তার ইউনিফর্মের কারণে মান্য করি যা আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে, কারণ তিনি মি. 'X' বা মি. 'Y' নয়। যৌক্তিক-আইনি কর্তৃত্ব শুধুমাত্র রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, ব্যাংক এবং শিল্পের মতো অর্থনৈতিক সংগঠন এবং ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক সংগঠনেও বিদ্যমান।